সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামজা(রাঃ)এঁর শাহাদাৎ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা(রাঃ) এঁর শাহাদাত।

১। হযরত হামযা(রাঃ) এঁর হন্তার নাম ছিল ওয়াহশী ইবনে রব।আমরা হযরত হামযা(রাঃ) এঁর শাহাদতের ঘটনা ওয়াহশীর ভাষায়ই উদ্‌বৃত করছি। তিনি বলেন, আমি ছিলাম জোবায়ের ইবনে মোতয়েমের ক্রিতদাস। তার চাচা তুইয়ায়মা ইবনে আদী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। কোরায়েশরা ওহুদ যুদ্ধে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে জোবায়ের ইবনে মোতয়েম আমাকে বললো, যদি মোহম্মদের চাচা হামজাকে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ স্বরুপ হত্যা করতে পার, তবে তুমি মুক্তি পাবে।

এ প্রস্তাব পাওয়ার পর আমিও ওহুদের যুদ্ধে রওনা হই।আমি ছিলাম আবিসিনিয়ার অধিবাসী ,বর্শা নিক্ষপে সুদক্ষ। আমার নিক্ষিপ্ত বর্শা কমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। যুদ্ধ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর আমি হযরত হামজা (রাঃ)কে খুঁজতে শুরু করি সে সময় তাঁকে পেয়েও যাই। তাঁকে ধুলি ধুসরিত উটের মত মনে হচ্ছিলো। তিনি শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁর সামনে কোন বাধাই টিকতে পারছিল না।

আল্লাহর শপথ ,আমি হযরত হামজা(রাঃ)এর ওপর হামলার সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে একটি লম্বা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাকে সামনে আসার সুযোগ দিতে যাচ্ছিলাম এ সময় সেবা ইবনে আব্দুল ওযযা আমাকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়।হযরত হামজা(রাঃ) হুঙ্কার দিয়ে সেবাকে বললেন ,ওরে লজ্জাস্থনের চামড়া কর্তনকারীর পুত্র এই নে, একথা বলে তিনি সেবা'র উপর এমন জোরে তরবারির আঘাত করেন, যেন তার ঘাড়ে মাথা ছিলই না।আমি তখন বর্শা তুলে হযরত হামজার প্রতি নিক্ষেপ করলাম। বর্শা তার নাভির নীচে বিদ্ধ হয়ে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি পড়ে গিয়ে উঠতে চাইলেন, কিন্তু সক্ষম হননি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি তাকে এ অবস্থায়েই রেখে দেই। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে আমি তার কাছে গিয়ে নিজের বর্শা বের করে নিয়ে কোরায়েশ সেনা দলের মাঝে গিয়ে বসে থাকি। হযরত হামজা(রাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজনই আমার ছিল না। আমি মুক্তি পাওয়ার জন্যই হযরত হামজা(রাঃ)কে হত্যা করেছি। এরপর মক্কা ফিরে এসেই মুক্তি লাভ করি।

তায়েফ যুদ্ধের পর ওয়াহশী ইসলাম গ্রহন করেন। ওয়াহশীর বর্ণনা , ওহুদ যুদ্ধের পর আমি মক্কায় অবস্থান করতে থাকি । মক্কা বিজয়ের পর আমি তায়েফে পালিয়ে যাই। কিন্তু মুসলমানরা

তায়েফও জয় করল। আমি শুনলাম যত বড় কঠিন গুনাহ করুক না কেন, কলেমা উচ্চারণ করে মুসলমান হলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। সুতরাং আমি কলেমা পড়ে আল্লাহ, রাসুল (সাঃ) এঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হলাম। এরপর রাসুল(সঃ) এঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমিই ওয়াহশী ইথিওপিয়ান?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তখন তিনি বললেন, হামজা ইবনে মুত্তালিবকে কিভাবে হত্যা করেছ বর্ণনা কর। আমি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি ব্যথিত হলেন এবং বললেন কেয়ামতের আগে তুমি আমার সাথে দেখা করবেনা। কারণ আমার চাচার হৃদয় বিদারক হত্যার ঘটনা তোমার হাতেই ঘটেছে। হাদীস ও

ইতিহাস বিশারদরা বর্ণনা করেছেন,রাসুল(সঃ) ওয়াহশীর বিরুদ্ধে রাগত বশতঃ একথা বলেননি বরং রাসুল(সঃ) এঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠতে পারে ভূল বশতঃচেহারায় ফুটে উঠার আগে সতর্ক থাকার জন্যই রাসুল(সঃ) একথা বলেছেন। কারন রাসুল(সঃ) ও মানুষ ছিলেন। মানবিক দুঃখ -কষ্টও তাঁকে আঘাত করত। ওয়াহশী রাসুল(সঃ) এঁর জীবদ্দশায় তার সাথে দেখা করেননি।

হযরত হামজা(রাঃ)কে যে বর্শার আঘাতে ওয়াহশী হত্যা করেছিল সে বর্শা দিয়েই হযরত আবুবকর(রাঃ) এঁর খেলাফতের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে মিথ্যা নবীর দাবীদার মোসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করেন। ওয়াহশী রোমকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে এলে আল্লাহ অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালু।

হে আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা কর, আমরা তওবা করে তোমার পথে ফিরে এসেছি, দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর। আমীন।

আসসালামুয়্যালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....